48

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিশুপাতা

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে এ ষড়যন্ত্র কেন?

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ বছর এবতেদায়ী ১ম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করে নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেছেন। বুঝতে পারছিনা, এমন কি সমস্যা হল যে, সম্পূর্ণ সিলেবাস পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। পূর্ব সিলেবাসের সংশোধন বা সংযোজন করা যেতে পারে। হঠাৎ যদি সম্পূর্ণ নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক পূর্বের সিলেবাস প্রণয়ন ছিল সম্পূর্ণ ভুল। তা যদি হয়, তবে কর্তৃপক্ষের ভুলের খেসারত ছাত্ররা দেবে কেন?

জানুয়ারী প্রথম সপ্তাহেই প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রদের নতুন বই বিতরণ করে জানুয়ারীর মাঝামাঝিতে তাদের পড়ালেখা শুরু হয়। পক্ষান্তরে ফেব্রুয়ারীর শুরুতে এসেও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের হাতে নতুন সিলেবাস সম্পূর্ণ এসে পৌঁছেনি। সিলেবাস মাফিক সম্পূর্ণ বই বাজারে কখন আসবে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলস্বরূপ অন্যান্য বারের তুলনায় এবারে এক-চতুর্থাংশ নতুন ছাত্র-ছাত্রীও ভর্তি হয়নি। বৎসরের শুরুতে স্কুলে বই বিতরণের কারণে ঐ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে গিয়েই ভর্তি হয়েছে। আমাদের তো মনে হয়, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের এ এক গভীর ষড়যন্ত্র।

এ ছাড়া নতুন যে বইগুলো এবারে সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলোর মানও যথেষ্ট উন্নত বলি কিভাবে? যেমনঃ (১). প্রথম শ্রেণীর আল কিরাতুল আরাবীয়াহ, ইসলামিয়া কুতুবখান, ঢাকা। প্রথমে প্রতিটি আরবী বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করা হয় এবং ঐ শব্দের বাংলা উচ্চারণ ও বাংলা অর্থ লিখা হয়। পরে লিখিত অর্থ নিয়ে একটি ছন্দ তৈরী করা হয়। কিন্তু "ছা", "জীম" এবং "হা" বর্ণের শব্দ গঠন করা হলেও দু'শব্দের বাংলা উচ্চারণ আর তিন শব্দের বাংলা অর্থই লিখা হয়নি। (২) আল কিরাতুল আরাবীয়াহ ২য় শ্রেণী, মিতা প্রকাশনী, ঢাকা। ৩৬ পৃষ্ঠায় একটি আরবী বাক্য লিখা হয়ছেঃ "নাহ্নু মুছলিমুনা, অর্থাৎ আমরা মুসলমান"। বাক্যের পাশে তিনজন লোকের ছবি দেয়া হয়েছে। নেই দাড়ি, নেই টুপি, নেই কোন মুসলমানী পোশাক। দেখলে মনে হবে, খাঁটি ইংরেজ বা অর্ধেক ইংরেজ, অর্ধেক বাঙ্গালী। ৩৩ পৃষ্ঠায় আরেকটি বাক্য হলঃ "হুন্না নেছানউন, অর্থাৎ তারা মহিলা বা স্ত্রী লোক"। বাক্যের পাশে তিন জন মহিলার ছবি। দেখলে মনে হবে, তিন বাঙ্গালী ললনা। একই অভিযোগ আল কিরাতুল আরাবীয়াহ ৩য় শ্রেণী, গাইড প্রকাশনী, ঢাকা। এ ব্যাপারেও আমি বলতে চাচ্ছি, '৯৪-এ মাদ্রাসার এবতেদায়ী ছাত্রদের এ পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে মুসলমান এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেনি। কচি কচি শিশুগুলো যখন এ ছবি দেখে পাঠ অধ্যয়ন করবে, তখন সে নিশ্চিত ধরে নেবে এই হল মুসলমান, এই হল ইসলামী আর মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছেদ।

—মুহাম্মদ হাছান,
বিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ,
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম।